তারিখ ০৪ AUG 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

যুগান্তর

দাগনভূঞায় ৫১ স্কুলে বন্যার্তরা ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

দাগনভূঞা প্রতিনিধি

দাগনভূঞায় বানভাসী মানুষজন আশ্রয় নেয়ায় বন্ধ রয়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয়। উপজেলার ২৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় কেন্দ্র খোলায় ২৩টি বিদ্যালয় পানিতে নিমজ্জিত থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় বিঘ্ন ঘটছে পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও।

সম্প্রতি টানা বৃষ্টি ও ভারতীয় পাহাড়ি ঢলের পানিতে জেলার বহু এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পানি প্রবেশ করায় ও বানভাসী মানুষজনকে আশ্রয় দিতে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ৫১টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদরাসা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যে আছে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি ইউনিয়ন।

উপজেলার রাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী শামসুন নাহারের বাড়িতে বসেই দিন কাটছে। অথচ সামনে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা। শামসুন নাহারের মতো উপজেলার অনেক শিক্ষার্থী এখন বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বন্যার কারণে দাগনভূঞা উপজেলার ৪০টি প্রাথমিক ও ১৩টি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে।

উপজেলার রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা ফেরদাউস বলেন, সম্পূর্ণ মানবিক কারণে বিদ্যালয়ে বন্যার্ত মানুষজনকে থাকার জন্য আশ্রয় দিতে হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন থেকেও এ বিদ্যালয়কে আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজাপুর ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া জানান, তার ইউনিয়নে ১২টি গ্রাম বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। বন্যার্ত অনেক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জগদীশ চন্দ্র দেবনাথ জানান, উপজেলায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানি ঢুকে পড়ায় সেগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাতটিতে বানভাসী মানুষের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পানি নেমে গেলে দ্রুত বিদ্যালয়গুলো আবার খুলে দেয়া হবে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেওয়ান মো. জাহাঙ্গীর জানান, বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় জেএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে কিছুটা হলেও ব্যাঘাত ঘটছে। পানি নেমে গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আবার পাঠদান শুরু হবে।

জেলা প্রশাসক মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেন, বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। পানি নেমে গেলে বন্যার্ত মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাবে। অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ বিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া হবে।